ঢাকাতে রপ্তানীমুখী কমপিউটার সংযোজন কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ

বিদেশে ডাটা এণ্ট্রির সম্ভাবনা বাড়ছে

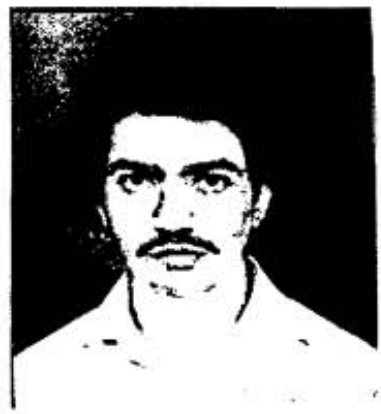

প্রকৌশলী জহীর রায়হান

সম্পূর্ণভাবে রপ্তানীমুখী কমপিউটার সংযোজন করার উদ্যোগ নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র ফেরৎ তরুণ প্রকৌশলী জহীর রায়হান। প্রাথমিক অবস্থায় খুচরা যন্ত্রাংশ এনে শুধু সিপিউ সংযোজন করে দেশের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তিনি এবং পরবর্তীতে কমপিউটার উৎপাদন করে তা রপ্তানী করবেন বলে জানিয়েছেন। এরই মধ্যে তিনি বেশ কিছু পিসি ইউ বাংলাদেশে পরীক্ষামূলক সংযোজনের অর্ডার লাভসহ রপ্তানিতে সফল হন এবং তা সেখানে সাদরে গৃহীত হয়েছে।

জনাব রায়হানের রপ্তানীমুখী উৎপাদন কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে জানার জন্য তার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মুখোমুখী হই। শুরুতেই তিনি জানান, কমপিউটার উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ নিয়ে এখানে আসার পর কিছুটা সমস্যায় পড়েছেন। কারণ, বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এক্ষেত্রে সরাসরি অনুমতি দিচ্ছে না। রপ্তানীমুখী কারখানা স্থাপন করার বেলায় নির্দিষ্ট করে ক্রেতা দেখাতে না পারলে অনুমতি দেয়া হয় না। অথচ কমপিউটারের বিশ্ববাজারের অবস্থা এমনই যে উৎপাদিত পণ্য না-দেখা পর্যন্ত ক্রেতা সেটার প্রতি আগ্রহ দেখাবে না।

সম্পূর্ণ রপ্তানীমুখী উৎপাদন কারখানা স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি কর ছাড়াই আমদানী করা যায় অন্যথায় যে কোন কারখানার যন্ত্রপাতির জন্য কর দিতেই হবে। এক্ষেত্রেও জটিলতা দেখা দিচ্ছে। কেবল নিশ্চিত বাজার এবং ক্রেতা প্রদর্শন করে তবে কারখানা স্থাপনের অনুমতি এবং ট্যাক্সফ্রি যন্ত্রপাতি স্থাপন করা সম্ভব। আবার মানসম্মত পণ্য যাচাই করে তবে ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করবে।

অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি প্রথমে সিকেডিতে না গিয়ে এসকেডিতে যাচ্ছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশে ডাটা এণ্ট্রির প্রচুর সম্ভাবনার কথা বলেন। সম্ভাবনার বিস্তৃতি জানতে চাইলে তিনি যা বলেন, তার সংক্ষিপ্ত রূপটি এমন —

পৃথিবীর বয়স যত বাড়ছে ডাটা এণ্ট্রির প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে। কারণ আজকের নতুন তথ্যটি কালকে ইতিহাসের পাতায় স্থান পাচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসকে তো ফেলে দেয়া যায় না। তাই ডাটা এণ্ট্রির প্রয়োজন পড়ছে। যেহেতু ডাটা এণ্ট্রির কাজটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জগতের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যেমন ঃ মহাকাশ বা ভূপৃষ্ঠের কোন আলোকচিত্র বা ভূগর্ভস্থ কোন সিসমোগ্রিক একটিভ কিংবা আবহাওয়া সংক্রান্ত আলোকচিত্র এনালগ কমপিউটারের সাহায্যে ডিজিটালে রূপদান, মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে সাধারণ অডিও সাউণ্ডকে প্রখর ডিজিটাল সাউণ্ডে পরিবর্তন, আর্কাইভকৃত পরপর সন্নিবেশিত স্থিরচিত্রকে এনিমেশনের সাহায্যে চলচ্চিত্রে রূপদান, বিনোদনধর্মী কার্টুন তৈরী অথবা সাদা কালো চলচ্চিত্রকে রঙিন চলচ্চিত্রে রূপদান ইত্যাদি সবই ডাটা এণ্টির অন্তর্ভুক্ত। ডাটা এণ্ট্রি হতে পারে তথ্য ব্যবহারের জন্য, তথ্য বিনিময়ের জন্য। আবার এটি হতে পারে বিশ্লেষণাত্মক বা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহমূলক। এভাবে উদাহরণ দিলে প্রচুর দেয়া যায়। ডাটা এণ্ট্রির কাজের বিস্তৃতি বোঝার জন্য প্রতিবছর বিশ্বে কত অর্থের ডাটা এণ্ট্রির কাজ হচ্ছে তা জানাই বোধ হয় যথেষ্ট।

প্রতি বছর বিভিন্ন খাতে ডাটা এণ্ট্রির জন্য ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই ব্যয়ের পরিমাণ ১০ বছর আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। তার মানে সময় যতই যাচ্ছে প্রতি বছরে ডাটা এণ্ট্রির ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ছে।

'ডাটা এণ্ট্রি' কাজের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার ভূমিকাও পালন করছে। এক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের কাজ উন্নয়নশীল বিশ্বের সদস্য রাষ্ট্র যেমন, ফিলিপাইন, ভারত, শ্রীলংকা, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি করে দিচ্ছে। ফলে যে দেশ কাজ দিচ্ছে এবং যারা কাজ করছে উভয়ে লাভবান হচ্ছে। যেহেতু উন্নত বিশ্বে শ্রমের মূল্য বেশী তাই তারা সমশ্রম মূল্যের দেশে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজগুলো দিয়ে দিচ্ছে। আর উন্নয়নশীল বিশ্বের বেকার জনগোষ্ঠী কাজ পাচ্ছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, অর্থ আয়ের সহজ ও সুলভ এই ক্ষেত্রটিতে কাংখিত মাত্রায় পদচারণা থেকে বিরত রয়েছে মানব সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। অথচ এদেশে গার্মেণ্টেসের মতই ডাটা এণ্ট্রি একটি রপ্তানীমুখী বাণিজ্য হতে পারে। যদি সরকার এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সফটওয়্যারের মত ডাটা এণ্ট্রিতে বিশেষ কারিগরী জ্ঞানের দরকার হয় না। যা দরকার হয় তা প্রচুর বেকারের দেশ আমাদের রয়েছে। এ মুহূর্তে এদেরকে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ শুরু করলেই হয়।

কাজ জোগাড়ের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারকেও উদ্যোগ নিতে হবে। মানব সম্পদকে সমন্বয় করতে হবে। উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ গড়ে নিতে হবে। কাজ শুরু হয়ে গেলে কাজের ক্ষেত্র প্রসারের লক্ষ্যে সরকারকে টেলিফোনের সুবিধার সীমাবদ্ধতা দূর করে গ্লোবাল নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিতে হবে।

কারণ ডাটা এণ্ট্রির কাজের বিশালতার সাথে টেলিফোন, স্যাটেলাইট ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

ডাটা এণ্ট্রি সম্পর্কে বাংলাদেশে অনেকের ভুল ধারণা রয়েছে। তারা মনে করেন ডাটা এণ্ট্রি মানে ডেস্কটপ পাবলিশিং বা টাইপিং। বিষয়টি যে তা নয় তা এতক্ষণে পরিস্কার হওয়ার কথা তবুও আরো কিছু কথা এক্ষেত্রে বলে বিষয়টি আরো সহজবোধ্য করা যেতে পারে।

যেমন— উন্নত বিশ্বসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই লাইব্রেরী হলো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্যকেন্দ্র। আর এই লাইব্রেরীগুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে কমপিউটার ডাটা এণ্ট্রির মাধ্যমে। যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৬০ ভাগ লোক গাড়ী থেকে শুরু করে নতুন পিনটা পর্যন্ত কেনার পূর্বে লাইব্রেরীতে যায় কনজুমার প্রোডাক্ট রিপোর্ট দেখে নতুন পণ্যের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা এবং সম্ভাব্য দাম জানার জন্য। প্রতিদিনই নতুন নতুন ডাটা তৈরী হচ্ছে। এগুলোকে কমপিউটারে ঢোকাতে লোকের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সস্তা শ্রমের বাংলাদেশীরা সহজেই অন্য যে কোন দেশকে টপকিয়ে কাজ বাগিয়ে নিতে পারে। প্রয়োজন শুধু উদ্যোগের।

ডাটা এণ্ট্রির বিশাল সম্ভাবনার পাশাপাশি কমপিউটারের আর কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কাজের সুযোগ রয়েছে জানতে চাইলে জনাব জহীর রায়হান বলেন, হার্ডওয়্যারের সম্ভাবনা রয়েছে তবে সে তুলনায় সফটওয়্যারের ডাটা এণ্ট্রির সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জ্ঞানীদের জরীপ অনুযায়ী বাংলাদেশে কোয়ার্টজ গুণাগুণ সমৃদ্ধ যে সিলিকন পাওয়া যায় তা খুব উন্নতমানের। এক্ষেত্রে চিপস তৈরীতেও বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ আমাদের রয়েছে। তাছাড়া সফটওয়্যার তৈরীতে আমাদের ছেলেরা অতীতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। যতটুকু কাজ করেছে তা বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। আমাদের পণ্যের ক্রেতা আছে কিন্তু আমরা পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রই প্রস্তুত করতে পারছি না।

জনাব রায়হানের সাথে আলোচনা শেষে ঘরে ফিরে একটা কথাই মনে হলো— কমপিউটার প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতির ভিত্ মজবুত করতে আমরা যদি ব্যর্থ হই তবে ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

সাক্ষাতকার গ্রহণে ঃ
নাজনীন সামাদ

কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-'৯৩

সারা দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রোগ্রামিং-এ উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আগামী অক্টোবর মাসে মাসিক **কমপিউটার জগৎ**-এর পক্ষ থেকে একটি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

কমপিউটার জগৎ 'এলবাম-দুই'

কমপিউটার জগৎ 'এলবাম-দুই' এখন পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় আটশত পৃষ্ঠার সুদৃশ্য বাঁধাই, নতুন কভার আর্ট পেপারে, চার রং অফসেটে ছাপা। দাম মাত্র দুইশত টাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক, মাসিক কমপিউটার জগৎ, ১৪৬/১, আজিমপুর রোড (চায়না বিল্ডিং-এর গলি), ঢাকা-১২০৫

কমপিউটার জগৎ-এর গ্রাহক হতে চাইলে

কমপিউটার জগৎ-এর গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত টাকা মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এক বছরের গ্রাহকগণ কমপিউটার জগৎ-প্রকাশনার বই সমূহ থেকে পছন্দমত ২টি এবং ছয় মাসের গ্রাহকগণ ১টি বিনামূল্যে পাবেন।